যায়যায়দিন

তারিখ 14 OCT 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

নারী শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম দূর করতে হবে

গত রোববার আমাদের সহযোগী একটি ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, দেশের ৭০টি সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বহু বছর ধরেই কোন নারী শিক্ষক নেই। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্প্রতি পরিচালিত এক জরিপেই এ তথ্য জানা গেছে। অবশ্য মাদ্রাসাকে এই জরিপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

সরকারের এক হিসাব অনুযায়ী দেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৮ হাজার ৫০০। এগুলোর মধ্যে বালিকা বিদ্যালয় ৩ হাজার ৭০৮টি। এতগুলো বিদ্যালয়ের মধ্যে ৭০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন নারী শিক্ষক না থাকার খবর পরিসংখ্যানগত দিক থেকে ছোট হলেও উপেক্ষণীয় নয় মোটেও। কারণ স্কুলগুলোতে নারী শিক্ষক রাখার একটি নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেছে। সরকারের নিয়ম হচ্ছে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসায় ৩০ ভাগ নারী শিক্ষক রাখতে হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা বিধানের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার এই নিয়ম প্রবর্তন করেছিল।

আগের সব সরকারই শিক্ষা ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা আনার পক্ষে কথা বলেছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে রাজধানীসহ দেশের অনেক বিদ্যালয়ে কোন নারী শিক্ষকই নেই, ৩০ ভাগের কোটা তো দূরের কথা। অন্য বিদ্যালয়গুলোতে নারী শিক্ষক থাকলেও ৩০ ভাগের কোটা অনেক ক্ষেত্রেই মানা হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। এ সংক্রান্ত তথ্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দাতা দেশগুলোর কাছেও রয়েছে। বিদ্যালয়ে ৩০ ভাগ নারী শিক্ষক গ্রহণের নীতিকে কার্যকর করার জন্য তারা সরকারকে সময়ও বেঁধে দিয়েছিল। এ বছরের ১৫ সেপ্টেম্বর সে সময় শেষ হয়েছে। কিন্তু সরকার তার লক্ষ্য পূরণ করতে পারেনি। দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক দাতা সংস্থা ও দেশই সহায়তা দেয়। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারের ব্যর্থতার কারণে সাহায্যের ক্ষেত্রে এখন কোন প্রভাব পড়বে কি না সেটাও দেখার বিষয়।

জেন্ডার সমতা বিধানের জন্য শিক্ষা একটি উপযোগী ক্ষেত্র। সরকার একে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারেনি। ৩০ ভাগ নারী শিক্ষকের কোটা পূরণের জন্য যথেষ্ট শিক্ষিত নারী দেশে রয়েছেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রায়ই এক্ষেত্রে অনিয়ম করেন। এর সঙ্গে এক শ্রেণীর ক্ষমতাসীনরাও জড়িত থাকেন। নিজেদের পছন্দের লোক ছাড়া তারা নিয়োগ দিতে চান না। আর নারীরাই বেশি এর শিকার হন। এক্ষেত্রে সরকারের নজরদারি খুবই দুর্বল। নারী শিক্ষকের কোটা পূরণ না হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নিয়ম রয়েছে। নিয়ম থাকা পর্যন্তই। এর প্রয়োগ নেই। কেবল বিধিবিধান থাকলেই চলে না। এর প্রয়োগটাই আসল কথা।

আমাদের দাবি হচ্ছে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৩০ ভাগ নারী শিক্ষক রাখার নিয়ম কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। যে ৭০টি বিদ্যালয় এ নিয়মের তোয়াক্কা করেনি তাদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়া যেসব বিদ্যালয়ে এখনও ৩০ ভাগের কোটা পূরণ হয়নি সেগুলোকে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে হবে। এবং মাদ্রাসাকেও এর আওতায় আনতে হবে অবশ্যই। সরকারের জরিপে মাদ্রাসাকে বাদ দেয়ার পক্ষে কোন যুক্তি আমরা দেখি না। মাদ্রাসাকে হিসাবে নিলে নারী শিক্ষক নিয়োগে আরও অনিয়মের হদিস মিলবে বলে আমাদের ধারণা। কোন প্রতিষ্ঠানকেই নিয়মের বাইরে রাখা যুক্তিসিদ্ধ নয়।